দৈনিক
ইত্তেফাক

07 MAR 2017

আরো সময় পেতে পারে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

■ নিজামুল হক

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে আরো সময় পেতে পারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রস্তুতি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির আবেদনসহ সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় সময় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া পর্যন্ত নতুন বিভাগ এবং অনুষদ চালুর বিষয় নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে সময় বৃদ্ধির এমনই আভাস পাওয়া গেছে।

আজ মঙ্গলবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়াসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ইউজিসির কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন। ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপ-পরিচালক জেসমিন পারভীন বলেন, সকাল ১১টায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে আল্টিমেটামের পরও মাত্র ১২টি স্থানান্তর

তথ্য অনুযায়ী, সরকারি রেড এলার্ট জারির পর ৬ বছর পেরিয়ে গেলেও মাত্র ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পেরেছে। এই ৬ বছরে ৪ বার সময় বৃদ্ধি করে আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার এই প্রস্তুতি প্রমাণ করে এ আল্টিমেটাম ততটা আমলে নেয়নি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু মাত্র ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সরকার স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য নতুন করে সময় বৃদ্ধি না করায় এসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আইনি জটিলতায় পড়তে যাচ্ছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় বৃদ্ধি হবে কি হবে না এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আগে ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। এই ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এ বলা হয়েছে, 'এই আইনে যাই থাকুক না কেন এই আইন কার্যকর হবার পূর্বে সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে সনদ গ্রহণপূর্বক স্থায়ী না হইয়া থাকিলে এই আইন কার্যকর হবার পর উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা-৯-এর শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে সনদপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।'

কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সনদপত্র গ্রহণ না করিলে উক্ত সময়সীমার পর সরকার উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতি বাতিল করে উহা বন্ধ করবে।'

সরকার ২০১০ সালের আইন প্রণয়নের পর চারবার সময় বৃদ্ধি করা হয়, যার ফল এখনও হতাশাজনক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

অন্যদিকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ক্ষেত্রে আরো সময় চেয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের মতে, স্থায়ী ক্যাম্পাস কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নিষ্ঠার বিশেষত শিক্ষার মানের একমাত্র নিয়ামক নয়। সর্বোচ্চ আন্তরিকতা সত্ত্বেও কয়েকটি পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আরো সময় পেতে

২০ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি বলে মন্ত্রীকে জানিয়েছেন তারা। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে করা আবেদনে বলা হয়, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে জমি কিনেছে। এর মধ্যে অনেকগুলো রাজউক থেকে নকশাও অনুমোদন নিয়েছে। কিন্তু সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা এবং বিধিমালার বিভিন্ন শর্তের কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করতে পারছে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির বক্তব্য, একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করতে যে ব্যয় তা জোগাতে ব্যাংক ঋণের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ নিতে পারে না। কোনো ব্যক্তির একক চেষ্টায় অখণ্ড এক একর নিষ্কণ্টক জমি সীমাহীন উচ্চমূল্যে কিনে আবার একক চেষ্টায় ভবন নির্মাণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ ধরনের দীর্ঘসূত্রতার কারণে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে যেটুকু বিলম্ব ঘটে থাকে সেই সময় চায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি। এ কারণে ঋণ গ্রহণের সুবিধার জন্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাও সংশোধন চায় তারা।